



45529 - মানুষ সৃষ্টির হকেমত

প্রশ্ন

মানুষ সৃষ্টির হকেমত বা গুট রহস্য কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা “হকিমত” বা প্রজ্ঞার গুণে গুণান্বিত। তাঁর মহান নামের মধ্যে রয়েছে- “আল-হাকিম” বা প্রজ্ঞাবান। জনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাআলা কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি অনর্থক কোন কিছু করা থেকে পবিত্র। বরং তিনি মহান হকিমত ও সার্বকি কল্যাণের ভিত্তিতে সৃষ্টি করে থাকেন। এ হকেমত কটে জানে; কটে জানে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আসমান ও জমনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করছি। তোমরা আমার নকিট প্রত্যাভরণ করবে না। সত্যকার বাদশা আল্লাহ মহান হোন। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নহে; যিনি মহান আরশের অধিপতি।”[সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১১৫, ১১৬] আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমান-জমনি এবং এ দুইটির মাঝে যা কিছু আছে সে সব আমি তামাশা করে সৃষ্টি করিনি।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১৬] আল্লাহ আরও বলেন: “আমি আসমান-জমনি আর এ দুটির মাঝে যা আছে সে সব তামাশা করে সৃষ্টি করিনি। আমি ও দুটিকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।”[সূরা দুখান, আয়াত: ৩৮, ৩৯] তিনি আরও বলেন: “হা-মীম। এই কতিব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ে জন্মই সৃষ্টি করছি। কাফেরদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে তারা তা থেকে মুখ ফরিয়ে নিয়ে।”[সূরা আহকাফ, আয়াত: ১-৩]

মানুষ সৃষ্টির হকেমত শরয়ি দলিল দ্বারা যমেন সাব্যস্ত তমেনি যৌক্তিকভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং যে কোন বিবেকবান মানুষ এটি মানতে বাধ্য যে, সবকিছু বিশেষ হকেমতের প্রক্ষেপিত সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবেকবান মানুষ ব্যক্তিগত জীবনেও কোন কিছু কারণ ছাড়া করা থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করে। সুতরাং মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার ক্ষতেরে আমরা কি ভাবে পারি?!



তাইতো বিবিকিবান মুমনিগণ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি-রহস্য সাব্যস্ত করে থাকেন। আর কাফরেরো সটো অস্বীকার করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নদির্শন রয়েছে বটে সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়তি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমনি সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদগোর! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদগিকে তুমি দ্রোষধরে শাস্তি থেকে বাঁচাও।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৯০-১৯১] সৃষ্টি সম্পর্কে কাফরদেরে দৃষ্টিভিঙ্গা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন: “আমি আসমান-যমীন ও এ দু’ এর মধ্যে যা কিছু আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করনি। এ রকম ধারণা তো কাফরিরে করে, কাজেই কাফরিদেরে জন্য আছে জাহান্নামেরে দূর্ভাগে।”[সূরা স্বাদ, আয়াত: ২৭]

শাইখ আব্দুর সাদী (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমনি সৃষ্টির মহান হকেমত সম্পর্কে অবহতি করছেন যে, তিনি এ দুটি উদ্দেশ্যহীনভাবে অনর্থক বা খলোচ্ছলে সৃষ্টি করনেন।

“এ রকম ধারণা তো কাফরিরে করে” অর্থাৎ এ রকম ধারণা কাফরেরো তাদের প্রতাপিলক সম্পর্কে করে। যে ধারণা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

“কাজেই কাফরিদেরে জন্য আছে জাহান্নামেরে দূর্ভাগে” জাহান্নাম হকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং চরমভাবে পাকড়াও করবে। আল্লাহ তাআলা এ আসমান ও জমনিতে হকভাবে তথা ন্যায্যভাবে সৃষ্টি করছেন, ন্যায়েরে জন্য সৃষ্টি করছেন। তিনি এ দুটি সৃষ্টি করে বান্দাকে তাঁর মহান জ্ঞান, ক্রমতা ও অবাধ পরাক্রমশালতি জানাতে চয়েছেন এবং জানাতে চয়েছেন যে, তিনিই একমাত্র মাবুদ বা উপাসনার পাত্র; যারা আসমান-জমনিরে একটি বিন্দুও সৃষ্টি করনে তারা উপাসনার যোগ্য নয়। আরও জানাতে চয়েছেন যে, পুনরুত্থান হক বা সত্য। অচরিই আল্লাহ তাআলা নকেকার ও বদকারদেরে মধ্যে ফয়সালা করবেন। আল্লাহর হকেমত সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি যনে মনে না করে যে, আল্লাহ উভয়ের সাথে সমান আচরণ করবেন। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যারা ঈমান এনছে ও সৎ কর্ম করছে আমি কি তাদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের (কাফরদেরে) সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুততাকদিরেকে পাপাচারীদের সমান গণ্য করব।”[সূরা স্বাদ, আয়াত: ২৮] উভয়ের সাথে সমান আচরণ আল্লাহর হকেমত ও তাঁর বধিন বরিনে। সমাপ্ত [তাফসরিে সাদী, পৃষ্ঠা- ৭১২]

দুই:

চতুষ্পদ জন্তুর মত শুধু পানাহার ও বংশবৃদ্ধির জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করনেন। আল্লাহ মানুষকে সম্মানতি করছেন। অনকে সৃষ্টির উপর আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা দয়েছেন। কনিতু অধিকাংশ মানুষ কুফরকিে গ্রহণ করে নয়েছে এবং যে মহান উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সটোকে তারা বমোলুম ভুলে গেছে বা অস্বীকার করছে। তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছ- দুনিয়াকে উপভোগ করা। এদেরে জীবন চতুষ্পদ জন্তুর জীবনের মত। বরং তারা চতুষ্পদ জন্তুর চয়ে অধম। আল্লাহ তাআলা



বলনে: “আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বলিসে মত্ত থাকে আর আহাৰ করে যভেবে আহাৰ করে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়াররা।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১২] তিনি আরও বলেন, “ছড়ে দাও ওদরেক, ওরা খতে থাক আর ভোগ করত থাক, আর (মথ্ৰযে) আশা ওদরেক উদাসীনতায় ডুবিয়ে রাখুক, শীঘ্রই ওরা (ওদরে আমলরে পরণিতা) জানতে পারবে।” [সূরা আল-হজির, আয়াত: ৩] তিনি আরও বলেন: “আমি বহু সংখ্যক জ্বীন আর মানুষকে দোষখরে জন্ম সৃষ্টি করছি, তাদের অন্তর আছে কনিতুতা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কনিতুতা দিয়ে তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে কনিতুতা দিয়ে শনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চয়েও নকিষ্টতর। তারা একবোরবে বে-খবর।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৭৯] ববিকেবান সবাই জানে যে, যে ব্যক্তি কোনে কিছু তরৌ করে তনি এর হকেমত সম্পর্কে অন্যরে তুলনায় ভাল জাননে। আর আল্লাহর জন্ম উত্তম উদাহরণ প্রযোজ্য, যহেতু তনিহি মানুষ সৃষ্টি করছেন। তাই মানুষ সৃষ্টির হকেমত সম্পর্কে তনিহি ভাল জানবনে। দুনিয়াবি বিভিন্ন ক্ষত্রে এটা যে সঠিক এ ব্যাপারে কারো কোনে দ্বমিত নহে। মানুষ নশ্চিতি যে, তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বশিষে একটা হকেমত বা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। চক্ষু সৃষ্টি করা হয়েছে দেখোর জন্ম। কান সৃষ্টি করা হয়েছে শুনোর জন্ম। এভাবে প্রত্যেকেটি অঙ্গ। এটিকি যুক্তিসঙ্গত যে, মানুষরে প্রত্যেকেটি অঙ্গ বশিষে একটা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানব সত্ত্বাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে?! অথবা যনি তাকে সৃষ্টি করছেন তনি যখন তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করনে তখন সে সটো গ্রহণ করতে নারাজ?!

তনি:

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন যে, তনি আসমান-জমনি, জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করছেন পরীক্ষা করার জন্ম। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্ম- কে তাঁর আনুগত্য করে যাত তাকে পুরস্কৃত করতে পারনে; আর কে তাঁর অবাধ্য হয় যাত তাকে শাস্তি দিতে পারনে। তনি বলেন: “যনি করছেন মরণ ও জীবন যাত তোমাদেরকে পরীক্ষা করনে- আমলরে দকি দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোনে ব্যক্তি সর্বোত্তম? তনি মহা শক্তধির, অতি ক্ষমাশীল।” [সূরা আল-মুল্ক, আয়াত: ২]

এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রভাব ফুটে উঠে। যমেন-‘আল-রহমান’, ‘আল-গফুর’, ‘আল-হাকমি’, ‘আল-তাওয়াব’, ‘আল-রহীম’ ইত্যাদি আল্লাহর গুণবাচক নাম।

সবচয়ে যে মহান উদ্দেশ্য ও মহা পরীক্ষার জন্ম মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সটো হচ্ছ- তাওহীদ বা নরিংকুশভাবে এক আল্লাহর ইবাদতরে নরিদশে প্রদান করা। আল্লাহ নজিহে মানুষ সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন। তনি বলেন: “আমি জিনি ও মানবকে সৃষ্টি করছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।” [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

অর্থাৎ আমি তাদেরকে সৃষ্টি করছি তাদেরকে আমার ইবাদতরে নরিদশে প্রদান করার জন্ম; তাদের প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতার কারণে নয়। আলি বনি আবু তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, “একমাত্র আমার ইবাদতরে



জন্য” অর্থাৎ যাতো তারা ইচ্ছাই বা অনচ্ছায় আমার ইবাদতরে স্বীকৃতি দিয়ে। এটি ইবনে জারীররে নর্িবাচতি তাফসরি। ইবনে জুরাইয বলনে: যাতো তারা আমাকে চনি। আল-রাবি বনি আনাস বলনে: “একমাত্র আমার ইবাদতরে জন্য” অর্থাৎ ইবাদতরে জন্য। সমাপ্ত [তাফসরি ইবনে কাছরি (৪/২৩৯)]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-সাদী (রহঃ) বলনে:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করছেন তাঁর ইবাদতরে জন্য, তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁকে চনোর জন্য এবং তিনি তাঁকে সে নর্িদশে দিয়েছেন। যো ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হবো এবং নর্িদশে পালন করবো সে সফলকাম। আর যো ব্যক্তি মুখ ফরিয়ে নবি সে ক্ষতগ্রিস্ত। তাদরেকে এমনস্থানে সম্মলিতি করা অনবিার্য যখনো তিনি তাদরেকে তার আদশে-নষিধে পালনরে ভতিততিে প্রতদিন দতিে পারবনে। এ কারণে মুশরকিদরে প্রতদিনকে অস্বীকার করার প্রসঙ্গ উল্লেখে করে আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর যদি আপনি তাদরেকে বলনে যো, নশ্চয় তদোমাদরেকে মৃত্যুর পরে জীবতি ওঠানো হবো, তখন কাফরোরো অবশ্য বলে এটা তদো স্পষ্ট যাদু!” [সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] অর্থাৎ যদি আপনি এদরেকে বলনে এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানরে ব্যাপারে সংবাদ দনে তারা আপনার কথায় বশ্বাস করবো না। বরং আপনাকে তীব্রভাবে মথিয়ান করবো এবং আপনি যা নযিে এসছেন সেটোর উপর অপবাদ দবি। তারা বলবো: “এটা তদো স্পষ্ট যাদু”

জনে রাখুন এটা স্পষ্ট সত্য। সমাপ্ত [তাফসরি সাদী, পৃষ্ঠা- ৩৩৩]

আল্লাহই ভাল জাননে।